মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫১৮

পর্ব-২৩: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক (كتاب الطب والرقى)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

আরবী

وَعَنْهُ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أكحله فحمسه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ ورمت فحمسه الثَّانِيَة. رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

৪৫১৮-[৫] উক্ত রাবী [জাবির (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা’দ ইবনু মু’আয (রাঃ)-এর শিরারগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে উক্ত স্থানটিতে তীরের ফলক দ্বারা দাগিয়েছেন। অতঃপর তাঁর (সা’দ-এর) হাত ফুলে গিয়েছিল, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাকে দাগিয়েছেন। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম (২২০৮)-৭৫, আহমাদ ১৪৩৪৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৮৭, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০০৩৩, আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫১৮৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ আগুনে সেঁক দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা : আলোচ্য হাদীসে আগুনে সেঁক দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতার বিধান দেয়া হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে আগুনের সেঁকই একমাত্র সমাধান হিসেবে সাব্যস্ত শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সা‘দ (রাঃ) রক্ত পড়া বন্ধ না হওয়ার কারণে আগুনের সেঁক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে যে ব্যক্তির আগুনে সেঁক দেয়ার কারণে অন্য সমস্যা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে, সে ব্যক্তি উপরোক্ত পদ্ধতি গ্রহণে বিরত থাকবেন। যেমন ‘ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) করেছিলেন। ‘আরবদের নিকট ঔষধের অকার্যকারিতায় আগুনের সেঁক দেয়াই একমাত্র সমাধান। ইবনু কুতায়বাহ্ এর মতে, আগুনে সেঁক দেয়া দুই ধরনের। এক- সুস্থতার জন্য আগুনে সেঁক দেয়া। দুই- আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর রক্ত পড়া বন্ধ না হলে সেক্ষেত্রে আগুনে সেঁক দেয়া। (শারহুন নাবাবী ১৪শ খন্ড, হাঃ ২২০৮-[৭৫])

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75242

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন